0 9 JUL 1991

তারিখ ... 0 9 JUL 1991
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ২

দৈনিক বাংলা

২৭৫

৪৮

কুমিল্লা বোর্ডের বাতিল পরীক্ষা

প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ায় কুমিল্লা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার ইংরেজী ও গণিত পরীক্ষা বাতিল হয়েছে। এক তথ্য বিবরণীতে বলা হয়েছে, এসব পরীক্ষার পরবর্তী তারিখ যথা সময়ে জানান হবে। প্রশ্নপত্র ফাঁসের মাধ্যমে অসদুপায় অবলম্বন করা হলে এভাবেই ভবিষ্যতেও সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা বাতিল হবে।

কুমিল্লা বোর্ডে ইংরেজী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে ৩রা জুলাই। ঐদিনই বৃহত্তর নোয়াখালী জেলার বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে ইংরেজী প্রশ্নপত্র ফাঁস হবার খবর আসে। এ ব্যাপারে তদন্তের জন্য নয় সদস্যের একটি কমিটি গঠিত হয়। কুমিল্লা বোর্ডের গণিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় ৭ই জুলাই। গণিত পরীক্ষার ২/১ দিন আগেই প্রশ্নপত্র ফাঁস হবার খবর আসতে থাকে বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলা থেকে। প্রশ্নপত্র প্রকাশ্যে বিক্রি হতে শুরু হয় কুমিল্লা বোর্ডের প্রায় সকল কেন্দ্রেই। ৭ই জুলাই পরীক্ষার হলে গিয়ে দেখা যায় ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্র ও মূল প্রশ্নপত্র হুবহু এক। ফলে শেষ পর্যন্ত পরীক্ষা বাতিলের সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের তথ্য বিবরণী খুবই সংক্ষিপ্ত। কিন্তু দেখা যাবে দুটি পরীক্ষা বাতিল হবার ফলে পরীক্ষার্থীদের দুঃখের কাল হবে দীর্ঘ। উল্লেখ্য যে ইতিপূর্বে সারাদেশে চারটি বোর্ডের পরীক্ষা একই তারিখে শুরু হত। এবারও চারটি বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষা শুরু হবার কথা ছিল ২রা মে। কিন্তু ২৯শে এপ্রিলের উপকূল এলাকায় প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ের ফলে কুমিল্লা ও যশোর বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার তারিখ পুনঃনির্ধারিত হয় ৩০শে জুন। ঢাকা ও রাজশাহী বোর্ডের পরীক্ষা যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হয়। ফলে এবার চারটি বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার ফল একই তারিখে প্রকাশিত হচ্ছে না। পরে উচ্চতর শিক্ষার জন্য কলেজে ভর্তির ব্যাপারেও নিঃসন্দেহে কুমিল্লা ও যশোর বোর্ডের ছাত্রছাত্রীদের কিছুটা অসুবিধায় পড়তে-ই হবে। তাই আশা করা হয়েছিল সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এবার একটু বিশেষভাবে সতর্ক হবেন। বিশেষ করে কুমিল্লা বোর্ডের ছাত্রছাত্রীরা অতীতের মত প্রশ্নপত্র ফাঁস হবার ঐতিহ্য থেকে রেহাই পাবে।

একটি মহল থেকে বলা হয়েছে এ প্রশ্নপত্র ফাঁসের জন্য সংশ্লিষ্ট ছাপাখানা কর্তৃপক্ষই দায়ী। খবরটি সত্য হলেও তেমন কোন গুরুত্ব বহন করে না। কারণ ছাপাখানই প্রশ্নপত্র মুদ্রিত হবার কথা। ছাপাখানা থেকে প্রশ্নপত্র ফাঁস না হওয়ার জন্য যারা দায়ী তারা নিজ দায়িত্ব পালন না করলে এ ঘটনা ঘটবেই। এছাড়া প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, মুদ্রণ বা আনা-নেয়ার যে কোন পর্যায়ে প্রশ্নপত্র ফাঁস হতে পারে। এ প্রশ্নপত্র ফাঁস না হওয়ার দায়িত্ব বোর্ড কর্তৃপক্ষের।

এ মুহূর্তে আমাদের আবেদন হচ্ছে—অবিলম্বে বাতিল ইংরেজী ও গণিত পরীক্ষা অনুষ্ঠানের। এ ব্যাপারে বিলম্ব হলে নতুন করে সেশন জটের কারণ সৃষ্টি হবে। বিপর্যস্ত হবে অসংখ্য পরিবার এবং ছাত্রছাত্রী। এমনিতেই প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে এরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের কালে এ ঘটনাগুলি স্মরণ রাখবেন এটাই আশা করি। বাতিল পরীক্ষা অনুষ্ঠানে করা ঠিক হবে না।